R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল। ৩১শে মে, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

শেষ পর্যন্ত সিপিএম একক আটটি আসন পেয়ে ফ্রন্ট বোর্ড গড়ছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : গত ৩০ মে জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনের গণনা পর্ব শেষ হলো। সিপিএম একক পেল ৮টি, কংগ্রেস ৬টি, আরএসপি, ফঃ ব্লক, সিপিআই ১টি করে, ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল ১টি ও সিপিএম সমর্থিত নির্দল ১টি এবং এসইউসি ১টি আসন পেল। ফলে ফ্রন্টের আসন সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩, কংগ্রেস ৬ এবং এসইউসি ১। এই ফলাফল থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে জঙ্গিপুর পুরবোর্ড গঠন করতে চলেছেন। কংগ্রেসের প্রাক্ নির্বাচন পর্বের ঢক্কানিনাদে যে কোন সারবত্তা ছিল না তা প্রমাণিত হলো। কংগ্রেস যে ওয়ার্ডগুলি পেয়েছে সেগুলি হলো মহিলা সংরক্ষিত ১, ৫, ১৩ এবং সাধারণ ৩, ১১, ২০ এসইউসি মহিলা সংরক্ষিত ১৯নং এবং বাকীগুলি বামফ্রন্টের। মহিলা সংরক্ষিত আসনের ৭টির মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৪, ১০, ১৬ মোট ৩টি আসন। তপশীলী সংরক্ষিত আসনের মহিলা ৫নং আসনটি পেয়েছে কংগ্রেস এবং পুরুষ তপশীলী সংরক্ষিত আসন ৭ ও ৯ পেয়েছে সিপিএম। আমাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতার নির্বাচনী বিশ্লেষণে অনুমান ছিল বাম ১৩, কংগ্রেস ৬ এবং এসইউসি ১; এটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সেই বিশ্লেষণে আমরা ওয়ার্ডগুলিতে যাঁদের সম্ভাবনা লিখেছিলাম, তাও দৃঢ়ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। জঙ্গিপুর পারে ১২নং ওয়ার্ডে সিপিএমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য শুধু জয়ীই হননি পুর অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯১৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। কংগ্রেসের সমস্ত অনুমান ব্যর্থ করে ১৭নং ওয়ার্ডে ফঃ ব্লকের গৌতম রুদ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের জয়গোপাল দত্তের ভোটের ব্যবধান হয়েছে ৮৯৯। ১৯নং এ এসইউসির সঙ্গে লড়াই হয়েছে আমাদের অনুমান মত সিপিএমের। কংগ্রেস এখানে মাত্র ২৪৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর একটি বিস্ময়কর ফল যেটি সমস্ত অনুমানকে ব্যর্থ করেছে, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ান পুরসভা নির্বাচনে মোট প্রার্থী ৯২ বাম সমঝোতা হলো না

বিশেষ প্রতিবেদন : ধুলিয়ানে পুরনির্বাচন হচ্ছে ১৮ জুন। প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর ১৯টি পুর ওয়ার্ডে প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়ালো ৯২ জন। মহিলা সংরক্ষিত ৭টি আসনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৩০। প্রার্থীদের দলগত পরিচয়ে প্রকাশ পাচ্ছে কোথাও বাম সমঝোতা হয়নি। সবচেয়ে কম প্রার্থী তিন রয়েছে ২, ৪, ৫, ৬, ৯, ১৫ এবং ১৭নং ওয়ার্ডে। ৬নং ওয়ার্ডে কোন বাম প্রার্থী নেই। সেখানে লড়াই হচ্ছে কংগ্রেস, বিজেপি এবং একজন নির্দলের মধ্যে। ওই ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী হয়ে প্রাক্তন সিপিএম চেয়ারম্যান সত্যদেব গুপ্ত লড়ছেন কংগ্রেসের অপরেশ মিত্র ও নির্দল প্রকাশ সিংহের সঙ্গে। সবচেয়ে বেশী প্রার্থী ১৬নং এ ৯ জন। বামের মধ্যে সিপিএম প্রার্থী দিয়েছে ১৩ জন, আরএসপি ৯ জন, ফঃ ব্লক ৪, সিপিআই প্রার্থী নাই। বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে মোট ৮ জন। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে মাত্র ১৭নং ওয়ার্ড ছাড়া ১৮টিতে। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুর বোর্ডের গঠন পাল্টাচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ : বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, পুর বোর্ডের গঠন ও পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। সরকারী আদেশানুযায়ী চেয়ারম্যান কমিশনারদের দ্বারা নির্বাচিত হলেও কোন ভাইস চেয়ারম্যান নাকি নির্বাচিত হবেন না। নির্বাচিত চেয়ারম্যানই ডেপুটি বা ভাইস চেয়ারম্যানকে নিয়োগ করবেন। এছাড়া কর্পোরেশনের মত শহরের প্রতি ওয়ার্ডে 'বরো' কমিটি নিয়োজিত হবে। ওয়ার্ড কমিশনাররা থাকবেন বরো কমিটির পরিচালনায়। এই বরো কমিটির সদস্যরা ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

পুর নির্বাচন মোটামুটি শান্তিতেই

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ মে জঙ্গিপুর পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের নির্বাচন কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হলো। ৩০ মে ভোট গণনার দিন মহকুমা শাসকের অফিস চত্বর উৎসাহী জনতার ভীড়ে, বাজি পটকার আওয়াজে এবং আবীরে মেতে উঠেছিল। ঐদিন রাতে স্থানীয় ১৯নং ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনীতে জয়ী এস ইউ সি (শেষ পৃষ্ঠায়)

নৃশংসভাবে বধূহত্যা

জঙ্গিপুর : গত ২২ মে রাজপুত তেঘরীর বিশ্বজিৎ কর্মকারের স্ত্রী অনিতা কর্মকারকে তাঁর স্বামী পিটিয়ে মেরে ফেলে পলাতক হয়েছেন বলে খবর। জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরে অনিতার উপর শ্বশুরবাড়ীর লোকে অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। ঘটনার দিন বিশ্বজিতের দাদা পরেশ ভাইকে ভ্রাতৃবধূকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিলে অনিতার স্বামী শিলের নোড়া ও খাটের বাঁশের পায়া দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে অনিতাকে মেরে ফেলে পালিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ভায়ের মধ্যে কাউকে পায় না বলে জানা যায়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল

অগ্নিবীণার অগ্নি-শপথ

গত এগারই জ্যৈষ্ঠ সারা দেশে 'অগ্নি-বীণা'র অগ্নিশিশু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। সংগীত, আলোচনা ও আবৃত্তিতে মুখর একটি দিনে সমগ্র দেশের মানুষ কবির স্মৃতিকে নূতন করিয়া তর্পণ করিল।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক আকস্মিক ঘটনা। যদিও ১৯১৯ সালের জুলাই-আগষ্ট সংখ্যার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমেই তাঁহার সত্যকার আবির্ভাব। 'বিদ্রোহী' প্রথম প্রকাশিত হয় নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত 'বিজলী' পত্রিকায় (৬ই জানুয়ারী, ১৯২২)। 'বিদ্রোহী' ও 'কামালপাশা'—এই দুইটি কবিতার মাধ্যমে সেদিন নজরুল নিজের পরিচিতি সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিস্তারিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে মধ্যগগনে আসীন। সমস্ত কবিবৃন্দ দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রতিভার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কাব্য-সরস্বতীর আরাধনা করিতেছিলেন। এই সময়েই বিদ্রোহের রণদামামা বাজাইয়া সৈনিকের কড়া পোষাক পরিয়া হাবিলদার কবির আবির্ভাব। এ আবির্ভাবকে ধূমকেতুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ধূমকেতুর মতন আকস্মিক-ভাবে যেমন তাঁহার উদয়, তিরোভাবও তেমনি অতর্কিত। বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভাগ্যে যে খ্যাতিলাভ ঘটিয়াছিল স্বল্পসংখ্যক মানুষের কপালেই তাহা জোটে। ইংরাজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি বায়রণ বলিয়াছিলেন—'I awoke one morning and found myself famous.' নজরুল সম্পর্কেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি করা যায়।

কিন্তু ইহার পিছনের কারণকে অনুধাবন করিলে দেখা যায়—নজরুলের দুর্দমনীয় প্রাণাবেগ ও যৌবনের অফুরন্ত উল্লাসই সেদিনের বাংলাদেশের জাগ্রত যুবশক্তিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। যুবসমাজ আপন প্রাণের ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন তাঁহার কবিতায়, তাঁহার সংগীতে, তাঁহার বাণীর তেজস্বীতায়।

একের মধ্যে একাকার

আবদুর রাকিব

'ছয়ে ঋতু'—সুর করে নামতা বলার সময় কখনও মনে হয়নি যে, আসলে আমাদের, অর্থাৎ বাঙালীদের একটিই ঋতু—গ্রীষ্ম। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ—এ নিয়ে গ্রীষ্ম-কাল। রুক্ষ, তপ্ত, বিবর্ণ, ভয়াল, ভ্রূকুটি-কুটিল এ ঋতুটি কিন্তু আমাদের রস-টইটম্বুর দুটি অমৃতফল দান করেছে। দু মাসে দুটি। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ। আর জ্যৈষ্ঠে নজরুল। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮। নজরুল ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। দুটি ফলে ষড় ঋতুর সমূহ ব্যঞ্জনা। একের মধ্যে একাকার।

বাঙালী পেয়েছে দুটি সারস্বত দিন—পঁচিশে বৈশাখ আর এগারোই জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর নজরুল-জয়ন্তী। এ দুটিকে বাদ দিলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পটচিত্র কেমন দাঁড়ায়, এক এক সময় ভাবতে গিয়েও থেমে যাই। কেননা, ছবিটা স্পষ্ট হওয়ার আগেই স্নায়ুকোষে পীড়ার সংক্রমন শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য-আকাশের খ-বিন্দুতে। আর আটত্রিশ বছরের ছোট নজরুল মিটমিটে আলোর এক তারা। তারা সূর্যকে প্রণাম করে তাকে গুরু বলে বরণ করল। আর গুরু নিন্দা সইতে না পেরে শিয়াড়সোল রাজ হাই স্কুলের ছাত্র-শিষ্য এক বন্ধুর মাথা ফাটিয়ে দিল। পরবর্তীকালে ঐ বন্ধুটি কপালের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে সগর্বে বলেছিল, 'তোমার হাতের আঘাত আজ আমার কপালের জয়টিকা।'

সূর্যের ছটায় দিনের বেলা তারা দেখা যায় না। কিন্তু নজরুলকে দেখা গেল—প্রদীপ্ত, প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রপ্রভাবে প্রভাবিত হয়েও নজরুল, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, 'রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক। তিনি ধনীর নন, দরিদ্রের নন, হিন্দুর নন, মুসলমানের নন—আপামর জনসাধারণের কবি। আজন্ম বিদ্রোহী। নবনবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় ও অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার আবির্ভাব।

আর কবির জন্ম পক্ষে বাণীহারা কবির সম্মুখে আজকের পথভ্রষ্ট যুবসমাজকেও নূতন করিয়া 'অগ্নিবীণা'র অগ্নি-শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। আটচল্লিশ বৎসরের এই জীবনমৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া স্বাধীনতার নবমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।

.....কোনো রকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।' (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক। সাহিত্যচর্চা।)

আর রবীন্দ্রনাথও তা বুঝলেন। 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করে অবুঝ সবুজ নবীনকে বরণ করলেন (১৯২৩)। আত্মীয়-বলয়ের বাইরে অনাত্মীয় এক তরুণ-প্রতিভাকে সেই প্রথম কবি-স্বীকৃতি। এক ইতিহাস। রবীন্দ্রবৃত্তের অনেকেই সেটি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। ব্যঙ্গাত্মক ছড়া চালু হয়ে গেল। 'বসন্ত দিন রবি/তাই হয়েছ কবি।' কিন্তু কবিগুরু কী বললেন? বললেন, 'যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি এ-ও বলেন, 'সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও তো চাই।' (কবি-স্বীকৃতি। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) অনশনরত শিষ্যকে অনশন ভাঙার অনুরোধ প্রথমত করতে চাননি কবিগুরু। কেননা, এ অনশনের মধ্যে তিনি নজরুলের আদর্শ প্রত্যক্ষ করেন। বলেন, 'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল।' (দৈনিক বসুমতী, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়, সাহিত্যের জন্য এ আদর্শকেও জলাঞ্জলি দেওয়া দরকার। তাই শিলং থেকে অনশন প্রত্যাহারের যে টেলিগ্রাম পাঠান, তার মর্মই ছিল সাহিত্য। 'Give up hunger strike, our literature claims you.'

মাঝখানে গুরু-শিষ্যের শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্কের ওপর স্বল্পস্থায়ী মেঘচ্ছায়ার সঞ্চার হয়। শিষ্যের লেখালেখির ওপর গুরু কিছু কটাক্ষ করেন। আহত শিষ্যও কটাক্ষভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। পরে প্রমথ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় এ ভুল বুঝাবুঝির পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্ষোভ ছাড়া কবিগুরুর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধাবোধ কোন-দিন ম্লান হয়নি। চিঠিপত্র বা ভাষণের কথা বাদ দিলেও, কবিগুরুর উদ্দেশ্যে নজরুল লেখেন অন্তত ছ'টি কবিতা আর দুটি গান। যেমন, 'কিশোর রবি,' 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' (নতুন চাঁদ), 'রবির জন্মতিথি' (শেষ সওগাত), 'তীর্থ পথিক,' 'রবিহারা' (নজরুল রচনা সম্ভার) ও 'সালাম অস্তরবি' (মোহাম্মদী)। গান দুটি মুদ্রিত হয়েছে বুলবুল ২য় খণ্ড ও নজরুল গীতির ৪র্থ খণ্ডে। 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে আর তারে জাগাইও না'—গান-খানি কয়েকজন গায়কের সঙ্গে নজরুল কোরাসে রেকর্ডে গেয়েছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির এই দুই দিগন্তের মধ্যে বাঙালী জীবনের 'সঞ্চয়িতা' ও 'সঞ্চিতা'। এ দেশে সম্প্রীতির মিলনসেতু নির্মাণের ভার তাই তুলে নিতে হবে বাঙালীকেই। যেন এ বিধিপ্রদত্ত দায়বদ্ধতা।

জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে মহামিলনের বাঁশী

কল্যাণকুমার পাল

জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আকাশ তোলপাড়। থর্ থর্ করে মাটি কাঁপিয়ে তিনি এলেন। তিনি এলেন কালো অন্ধকার ভেদ করে মুঠো-মুঠো আশার আলো নিয়ে। যা কিছু অন্যায়-অনাচার তারই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি ধরলেন নির্মম চাবুক। রক্তের অক্ষরে-অক্ষরে জলন্ত করে তুললেন নিদারুণ বাস্তব সত্যকে।

'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' তিনি মেতে উঠলেন। তাঁর পায়ে বিপ্লবের ঝন্ ঝন্ শব্দ। তিনিই কবি নজরুল। ঘুণ ধরা সমাজে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে কটাক্ষ করে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত
খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের
হাতে নয়কো মোয়া।'

ইংরেজদের দেওয়া দাওয়ায় খেয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তখন তুঙ্গে। ভায়ে-ভায়ে সম্পর্কে তখন ফাটল ধরেছে আর সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পে যখন ঈশ্বরের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন তখনই তাঁর মন আহত পাখির মতো যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করতে লাগলো। তিনি অনুভব করলেন বাঁচলে মানুষই বাঁচবে। আর যদি কোঁদল করে মরে তবে মানুষই মরবে। তারা হিন্দুও নয় আবার মুসলমানও নয়। কবি বাঙ্গালীর এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই লেখনী ধরলেন—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে
কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান
মোর মার।'

জাত জাত করে একটা জাতি একশো খান হয়ে যাবে—তা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। জাতের মিথ্যা আলেয়ার পিছনে ছুটে একটি জাতি শেষ হয়ে যাবে—তা হতে পারে না। তিনি বললেন—'আমি হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডসেক করাবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলা-গলিতে পরিণত করাবার চেষ্টা করেছি। ....দুটি জাতি। দুটি ভাই আসলে দুই নয়—ওরা দু'জনে মিলে মিশে শুধু একজন।' সেজনের নাম মানুষ। তার অন্য কোন পরিচয় নেই। তাই মানুষের জয়গানে তিনি আমাদের আলোকতীর্থে পৌঁছে দিয়ে বললেন—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' সবার আগে মানুষ—এই সত্যই তাঁর লেখনীতে পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষে মানুষে ক্ষুদ্র বিভাজন মানুষকেই অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই তাঁর কাব্যময় সুরে, ছন্দের লালিত্যে শোনা যায়—'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।' একই কলমে তিনি লিখলেন দুই সম্প্রদায়ের ধর্মসঙ্গীত—শ্যামাসঙ্গীত আর ইসলামী গান। শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে মায়ের প্রতি বিনম্র ভক্তি আর ইসলামী গানের মধ্যে আল্লাহর করুণা বর্ষিত হল। পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে এমন দুই ভাবলোকে অবাধ বিচরণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। কবির ব্যক্তিগত জীবনেও সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠেছে। মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি হিন্দু পরিবারের মেয়ে প্রমীলাদেবীকে বিয়ে করেছেন। তাই তাঁর জীবন সাধনায় হিন্দু সংস্কার ও মুসলিম আচরণ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সেখানে কোনো গোঁড়ামী কিংবা ভণ্ডামী ছিল না—ছিল না কোন সম্প্রদায়ের কিংবা জাতের অহমিকা।

কবি নজরুল সবার আগে ছিলেন মানুষ—তিনি হিন্দুও নন্, মুসলমানও নন্। এই মহান সত্য বোধ থেকেই তাঁর সাহিত্যে, তাঁর জীবনে মিলনের সুরই বেজে উঠেছে। হিন্দু সংস্কৃতিকে তিনি যেমন আপনার করে নিতে পেরেছিলেন তেমনি মুসলিম সংস্কৃতিকেও বুকে আঁকড়ে তিনি আমাদের এক সমন্বয়েরই সন্ধান দিয়েছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়—'এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।'

Tender Notice

Tender in sealed cover are invited from the Artist/Reputed firms/persons of this district those who are capable to product of New Hoardings and wall paintings on Govt. Buildings/Private Buildings as per Lay-out with Photo-Feature so exists in this bureau as communicated by the S. M. E. & I. O. and Jt. D. H. S., West Bengal. These are visible during office hours on any working days from the date of publication.

The rate should be quoted both in figures and words per square foot of New Hoarding and Wall Painting which will be contained with the following items in plain paper :

Sl. No.	Items	Rate to be offered for per Sq. Foot both in figures and words.
1.	Wall-Painting with Synthetic Anamel Paint. (Standard Make)	
2.	New Hoarding with specification. Specification : (Standard Make)	
	i) Measurement of GP Sheet-30 Guage by 3′×3.′	
	ii) Frame by wood of 1″×½″.	
	iii) Paint with synthetic Anamel Paint.	
	iv) 2 Pcs Iron Hanger on the TOP of each hoarding. to be fitted.	

The last date of submission of the Tender is on or before 07-6-1995 by 1 PM mentioning 'Tender for New Hoarding and Wall Painting' addressed to the Deputy Chief Medical Officer of Health-III, Murshidabad with a cover envelop and it will be opened on the same date by 3 PM in presence of Tenderers or authorised representatives. Other information may be obtained from the office of the undersigned.

The undersigned reserves the right to accept or reject any of the Tenderers without assigning reasons thereof.

Deputy Chief Medical Officer of Health-(III),
19. 5. 95 Murshidabad.

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আলোচনাচক্র

রঘুনাথগঞ্জ, অমল হালদার : গত ১৪ মে স্থানীয় ১নং ব্লকের পুরাতন হল ঘরে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকের ৩০টি ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, মহিলা সংগঠন নিয়ে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি ভয়েস অফ পিপল্স্, কলকাতা পরিচালিত হয়, মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেস্ড্ ক্লাসেস লীগ ও নারী অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতির সম্মিলিত সহযোগিতায়। ভয়েস অফ পিপল্স্ এর কার্য্যনির্বাহী সভাপতি স্বপন বসুমল্লিক প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি তরুণ পাহাড়ী, পঃ বঃ প্রদেশ নেটবল সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ব্যানার্জী প্রমুখ উপস্থিতিতে চক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবসু মল্লিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ডিপ্রেস্ড্ ক্লাসেস লীগের পক্ষে অশোক দাস, নারী অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে আলপনা রায়চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অখিল ভারতীয় ভাষা সম্মেলন '৯৫

ফরাক্কা : গত ২১ মে ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হলে অখিল ভারতীয় ভাষা সম্মেলন '৯৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক সতীশ চতুর্বেদীসহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের প্রধান ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী আনন্দবাজার পত্রিকার চিফ সাব এডিটার শেখর বসু, কবি ও সাহিত্যিক সুনীল দাস, অভি সেনগুপ্ত প্রমুখ এই সম্মেলনে যোগ দেন।

ফ্রন্ট বোর্ড গড়ছেন (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সেটি হচ্ছে ৩নং ওয়ার্ডের বিতর্কিত দিলীপ সাহা (ফঃ ব্লক) মাত্র ১ ভোট পেয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছেন। রাজনৈতিক সচেতন ওই ওয়ার্ডের মানুষ তাঁর উচ্চাশার প্রকৃত জবাব দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার উপযুক্ত জবাব দিতে পুরশহরের মানুষ বিজেপিকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ১০টি প্রতিনিধির ক্ষেত্রে সর্বমোট ভোট দিয়েছেন ১৪৮৪টি। কংগ্রেস সর্ব্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন ১১নং এর ডালিম মির্জা ৯৮৮ এবং সি পি এমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ১২নং এ ১১৭৩টি। তবে বামফ্রন্টের মধ্যে গৌতম রুদ্র (ফঃ ব্লক) ১৭নং এ মোট ভোট পেয়েছেন ১২০৯টি। যে সংখ্যা সমস্ত ওয়ার্ডে প্রাপ্ত ভোটের থেকে বেশী। ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোট গণনার ফলাফল সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হলো।

ওয়ার্ড নং	নাম ও দল	ওয়ার্ড নং	নাম ও দল
জঙ্গিপুর শহর			
১		১১	
তাজেনুর বিবি	কং ৭৭৪	আমিরুল সেখ	সিপিএম ৭৮৮
সেরিনা বেগম	সিপিএম ৭১৪	ডালিম মির্জা	কং ৯৮৮
২		১২	
ইমদাতুল	নির্দল ২৮	অরূপ মুখার্জী	কং ২৫৮
মহঃ বদরুদ্দিন	আহমেদ সিপিএম ৭৭৫	দাস মানিক	বিজেপি ৭৯
		মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য	সিপিএম ১১৭৩
মুরসেদ মণ্ডল	কং ৫৭৫	**রঘুনাথগঞ্জ শহর**	
৩		১৩	
আজিমুদ্দিন	কং ৬০৮	কাজী ফিরোজা	সিপিএম ৬০৬
দিলীপ সাহা	ফঃ বঃ ০১	ঘোষ পূর্ণিমা	বিজেপি ১৯
মহাঃ ইকরামুল হক	সিপিএম ৫১০	মানুয়ারা বেওয়া	নির্দল এস ইউসি ১২৯
মহঃ কালাম	নির্দল ০২	রোজী সুলতানা	কং ৮৯৮
সারাফাত হোসেন	নির্দল ২১	১৪	
সেখ আবতুস সহিদ	নির্দল ৩১২	অরুণকুমার সরকার	কং ৪৬০
সেখ মুক্তা	নির্দল ০৫	আবতুল হাকিম গজনভি	সিপিএম ৭২১
৪		পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়	বিজেপি ১৯৬
বেগম মেহেবুবা হাঁসনা	কং ৫১৩	সাহা আশিস	নির্দল ৫
রীতা বিবি	নির্দল ২৮৮	সুনীল হালদার	নির্দল এসইউসি ১৩১
রৌশনা বেগম	সিপিএম ৫২০	১৫	
৫		অশোক সাহা	কং ৬৭৬
আল্পনা বিশ্বাস (সাহা)	ফঃ বঃ ১৩১	পরমেশ পাণ্ডে	নির্দল বামফ্রন্ট ৮৯৪
ঊর্মিলা দাস	নির্দল ৭২	পতিত মণ্ডল	বিজেপি ১১৪
দাস সাধনা	বিজেপি ১১১	১৬	
বীণাপাণি দাস	কং ৫৪৭	কুন্তী মণ্ডল	নির্দল ১৬
শোভা ভুঁইমালি	নির্দল ৫৮	জ্যোৎস্না বন্দ্যোঃ	কং ২৮৩
সীমা দাস	আরএসপি ৫১১	মাধবী সাধু	বিজেপি ৫৬১
৬		সবিতা সিংহ	নির্দল ১৬
আনিসুর রহমান	নির্দল সিপিএম ১১৬৯	সুজাতা ধর	নির্দল ২৬
		সুদীপ্তা সাহা	সিপিআই ৬৭২
ইন্তেকাব আলম	কং ৬৯৭	১৭	
সালাউদ্দিন	নির্দল ০৯	অনাদিচরণ নাথ	নির্দল ২৭০
সেখ মাহামুদ	নির্দল ৩৬	গৌতম রুদ্র	ফঃ ব্লক ১২০৯
৭		জয়গোপাল দত্ত	কং ৩১০
অচিন্ত্য দাস	সিপিএম ৮৬৬	পলাশচন্দ্র কর্মকার	বিজেপি ৪৫
সরকার উত্তম	কং ৮১১	১৮	
৮		নিমাইচন্দ্র দাস	নির্দল ০৬
ধীরেন মণ্ডল	নির্দল ৩০০	মিশ্র সুরেশ	নির্দল ৩২৮
নিরঞ্জন মণ্ডল	নির্দল (চাঁই সঃ) ৩৯১	শত্রুঘ্ন সরকার	সিপিএম ৯৭১
বিশ্বাস মোসনাদ আলি	কং ৬৮৪	সহিম সেখ	কং ৬৩৬
সেখ শিশমহম্মদ	সিপিএম ৭৬০	১৯	
৯		অনুরাধা ব্যানার্জী	নির্দল এসইউসি ৭৭৮
জগবন্ধু হালদার	সিপিএম ৮৬৪	কল্পনা মজুমদার	বিজেপি ৩৭
বিশ্বনাথ হালদার	বিজেপি ২৩৬	লেখা সরকার	কং ২৪৫
রবীন্দ্রনাথ হালদার	কং ৭৬৭	সন্ধ্যা সরকার	সিপিএম ৭৫২
১০			
অজেদা বেগম	আরএসপি ৯৯৫		
ফরিদা	কং ৭২২		

পুর নির্ব্বাচন মোটামুটি শান্তিতে (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমর্থকদের সঙ্গে কিছু অধিবাসীর বাক-বিতণ্ডা হয়। অশান্তির গন্ধ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিরোধ মিটিয়ে দেন। ১৩নং ওয়ার্ডের বালিঘাটায় ওয়াকফ ষ্টেটের পুরোনো ঘটনার জের টেনে দু'দলে ছোট-খাটো এক সংঘর্ষ হয়। পুলিশ সেখানেও হস্তক্ষেপ করে তা শান্ত করে। এ ছাড়া স্থানীয় সদরঘাটে শ্যাম ঠাকুর (৪০) নামে জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ভোটের ব্যাপারে ঝগড়াঝাঁটি করে ৩১ মে দুপুরে মদ্যপ অবস্থায় বিষপানে আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়।

ওয়ার্ড কে কোথায় প্রার্থী (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

১ আঙ্গুরা বিবি নির্দল, তোহমিনা বিবি নির্দল, সেলিনা খাতুন কং, হামিদা বেওয়া সিপিআইএম, হেনেনুর বিবি আরএসপি।

২ আফতার সিপিআইএম, ফারুক নির্দল, মোহাঃ আনেসুর কং।

৩ আতাউর রহমান সিপিআইএম, আবতুস সুকুর নির্দল, ইসলাম নির্দল, এন্তাজ আলি কং, খুরসেদ আলি নির্দল, জাহাঙ্গীর নির্দল, মোহঃ ফারুক হোসেন নির্দল, সেখ নেজাম নির্দল।

৪ জিন্নাতুননেশা বিবি নির্দল, মানুয়ারা খাতুন কং, রেখা বিবি সিপিআইএম।

৫ খুসী সরকার বিজেপি, চঞ্চলা সরকার সিপিআইএম, সিংহ ছায়া কং।

৬ প্রকাশ সিংহ নির্দল, মিত্র অপরেশ কং, সত্যদেব গুপ্ত বিজেপি।

৭ তরুণ সেন আরএসপি, বরেন্দ্রনাথ সিংহ বিজেপি, মণ্ডল তারাপদ ফঃ ব্লক, মণ্ডল দেবাশীষ নির্দল, মহলদার আবতুল নির্দল, সেখ আজাদ কং।

৮ আঙ্গুরা খাতুন নির্দল, তানজিরা বিবি বিজেপি, নিরুপমা দাস আরএসপি, বেলী বিবি কং, সাহানারা বিবি নির্দল, হোসনারাবানু সিপিআইএম।

৯ দেলওয়ার হোসেন নির্দল, মর্তুজা আলী কং, মহঃ সাফাতুল্লাহ সিপিআইএম।

১০ আনসারী আসরাফ নির্দল, কাশীনাথ রায় বিজেপি, গিয়াসুদ্দিন কং, তরুণ দাস আরএসপি, শ্যাম ঘোষ নির্দল, সুন্দরকুমার ঘোষ সিপিআইএম।

১১ ইসমা বিবি আর এসপি, জারমেনা বিবি নির্দল, জেসমিনাআরা বিবি সিপিআইএম, তহমিনা বিবি. নির্দল, নুরবানু বিবি কং।

১২ কামালউদ্দিন কং, সফর আলি নির্দল, সামসুদ্দিন সেখ নির্দল, সেখ নেজাম নির্দল।

১৩ আনোয়ার আরএসপি, আনোয়ার হোসেন কং, গেনু সাহা নির্দল, চন্দন সাহা বিজেপি, ফারুক হোসেন সিপিআইএম, বরজ'হান মির্দ্ধা নির্দল, হরোজ বিশ্বাস নির্দল।

১৪ মমতাজ বেগম নির্দল, মুকলেমা বিবি কং, মেহেদী বেগম ফঃ ব্লক, সুমিত্রা প্রামাণিক নির্দল, সুষমা বিবি নির্দল।

১৫ আনোয়ার সিপিআইএম, আলাউদ্দিন বিশ্বাস নির্দল, ফজলুর রহমান কং।

১৬ আতাউর রহমান নির্দল, খাদেম আলী ফঃ ব্লক, গোলমোহাম্মদ কং, দিলীপকুমার ঘোষ বিজেপি, নুরুল ইসলাম নির্দল, মোকলেসুর রহমান নির্দল, রামপ্রসাদ মণ্ডল আরএসপি, শিষমহঃ নির্দল, সেখ সামসুল নির্দল।

১৭ মণিকা সিংহ আরএসপি, লায়লা আরজুমান নির্দল, সিংহ বসুমতী ফঃ ব্লক।

১৮ আইনুল হক কং, আসগর সেখ আরএসপি, বদরুল হক সিপিআইএম মাইনুল নির্দল, মাইনুল আহাসান নির্দল।

১৯ ইন্দ্র সাহা সিপিআইএম, জৈন সঞ্জয় কং, প্রামাণিক বিশ্বনাথ নির্দল, মোসবার নির্দল, রমেশ বসাক নির্দল, শরৎ গুপ্ত বিজেপি।

---

২০ মুক্তি ধর আরএসপি ৬৯৫, মোজাম্মেল হোসেন কং ৮২০, সায়েম সেখ নির্দল এসইউসি ২৮৫, মিঠু সেন বিজেপি ৯০।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।